(দ্বৈত পাঠের জন্য)

রোম্যান্টিক একটা মেয়ে

(প্রেমের সংলাপ -৯)

----- কিশোর মজুমদার

চয়নিকা- তুমি না দিনে দিনে কেমন আন-রোম্যান্টিক হয়ে উঠছো। কেন এমনটা হচ্ছো বোলো তো ?

রুদ্র- কোথায় আনরোম্যান্টিক ? কে আনরোম্যান্টিক ? মানে ? কী হয়েছে বোলো তো তোমার ?

চয়নিকা- কী হবে আবার ? তুমি একটাও কবিতা শোনাচ্ছো না সেই কবে থেকে। লাস্ট যে কবে কবিতা শুনিয়েছিলে তাও তো মনে করতে পারবে না ।

রুদ্র- ও... এই কথা । কবিতা না শোনালে বুঝি তোমার ভালো লাগে না ? আমি আর ভাবলাম.........

চয়নিকা- কী ভাবলে ? বলো বলো ...কী ভাবলে তুমি...?

রুদ্র- উফফ...... এত জোরে কেউ চিমটি কাটে ? উফ , তুমি না ...

চয়নিকা- তাহলে বোলো কী ভেবেছো আমায় ? দেখো রুদ্র। নতুন কোনো ভাবনা যখন তোমাকে বদলে দেয় তখন সেটা আমাকে অবশ্য জানানো দরকার। বুঝলে ?

রুদ্র- তা ...... তা তোমাকে তোমাকে জানালে কী হবে ? তুমি ... তুমি কী করবে শুনে ?

চয়নিকা- ও এই কথা ? আমি কী করবো শুনে ? যাক্-গে ছাড়ো ।বলো না কী ভাবলে ?

রুদ্র- ভেবেছি মানে উপলব্ধি করেছি। তুমি দিন দিন ক্রমশঃ গিন্নি গিন্নি হয়ে উঠছো।

চয়নিকা- যেমন- যেমন–

রুদ্র- যেমন– ধরো - রাত জাগবে না , ঠাণ্ডা লাগাবে না, রাতে কখোনো বাইক নিয়ে বেরুবে না, আর...

চয়নিকা- ও এই কথা । তা কী করলে খুশি হবে মিস্টার রুদ্রবাবু ? রাত জেগে আপনার সঙ্গে চ্যাটিং করে আপনার শরীরের বারোটা বাজাবো...আর আমারো বিপদ ডেকে আনবো ? আর সকালবেলা ঢুলু ঢুলু চোখে উঠে একগাদা হিসেব নিয়ে বসবো আর চোখে বর্শার ফলার মতো রোদ হানা দেবে আর কাজে হাজারটা ভুল হবে ।

রুদ্র- কী বললে ? চোখে বর্শার ফলার মতো রোদ ? ওয়াও। তুমি কবিতা লেখো না কেন ?

চয়নিকা- ইয়ার্কি হচ্ছে ?

রুদ্র- তুমিই তো আমার কথা শেষ করতে দিলে না ।

চয়নিকা- ওক্কে ওক্কে। বলো, বলো বলো আমি আর কী কী করি ?

রুদ্র- বোঝার চেষ্টা করো প্লি–জ।

চয়নিকা- (অভিমানে, একটু চুপ থেকে গম্ভীরভাবে) বলো। শুনছি।

রুদ্র- রাগ করো কেন ? ভাব তো তুমি আজ কীভাবে শুরু করেছিলে ? কবিতা না

শোনানোর অভিযোগ দিয়ে , তাইতো ?

চয়নিকা- হ্যাঁ তাই।

রুদ্র- তারপর কটা কবিতা শুনতে পারলে ?

চয়নিকা- কবিতা কোথায় হল ? তুমি তো ঝগড়াই করে গেলে।

রুদ্র- শোনো আমার সুচয়না। ঝগড়া আমি করি নি । একা একা ঝগড়া হয় না । ঝগড়া না এটা । এটা হল তর্ক। ঝগড়া আর তর্কের মধ্যে তফাৎ হল ....।

চয়নিকা- (স্বগত স্বরে) ওই শুরু হয়ে গেল ব্যাস্ ।

রুদ্র- কিছু বললে ?

চয়নিকা- এজ্ঞে না । আমার ঘাট হয়েছে মশাই। আমি কবিতা শুনতে চেয়েছি। ওইদিকে busy.... Busy ... সময় নেই । হাজার লোককে মঞ্চ ফাটিয়ে কবিতা শোনাবেন। যখনই আমি বলবো যে শুধু আমায় কবিতা শোনাতে হবে ... তখুনি তুমি এই , তুমি ওই, তুমি কবি হতে পারো । আসল কথাটা হল কলমের জোরে রোমান্টিক দেখালেও রিয়েল লাইফে তুমি - তুমি একদম আন-রোমান্টিক একটা মানুষ।

রুদ্র- (গম্ভীর স্বরে) একটা মেয়ে –

চয়নিকা- কি ?

রুদ্র- একটা মেয়ে – খুউ-উ-ব রোমান্টিক।

চয়নিকা- (হঠাৎ রেগে) মেয়ে ? কোন মেয়ে ? কী মেয়ে ? বলো বলো ?

রুদ্র- মেয়েটা খুব রোমান্টিক জানো ?

চয়নিকা- আগে বলো কোন মেয়ে কই মোবাইল দাও , পিক দেখাও ।

রুদ্র- ওহো । ছাড়ো ছাড়ো

চয়নিকা- না - আগে দাও মোবাইলটা । দাও।

রুদ্র- (রেগে) উফ্ থামবে ?

(তিন সেকেন্ড নীরব)

চয়নিকা- তাইতো বলি । আমার রুদ্র কেন এত আনমনা । অইদিকেযে ভাবের ঘরে চুরি...... ছবিটা আগে দেখাও । কোন বিশ্ব সুন্দরী , কোন রোমান্টিক মেয়ের প্রেমে পড়েছো দেখি।

রুদ্র- প্রেমে পড়ার কথা নয় রে বাবা। বলছিলাম যে একটা মেয়ে খুব রোমান্টিক।

চয়নিকা- থামবে না তাড়াতাড়ি বলো। থামছো কেন ? বলো।

রুদ্র- আসলে রোমান্টিক শব্দটার মধ্যেই একটু ধীরতা আছে । ধৈর্য না রাখলে বলব কেন ?

চয়নিকা- আমার চেয়ে ধৈর্য ? আছে কারো ? থাক বলো উফ আমি আর পারছি না বলো।

রুদ্র- তো কি হল জানো খুব মিস করছি মেয়েটাকে । শিক্ষিতা ,সুন্দরী । কিন্তু কবিতা পাগল।

চয়নিকা- নতুন পাঠিকা তো ? আমি - আমি জানতাম । আমি জানতাম এমনটাই হবে । আমার কপাল তো। ও ভাই রে । তোর রুদ্র দাদা দেখ , আর তোর হিরো নেই রে । (কান্না কান্না ভাব)

রুদ্র- ধুর্ । বলবোই না যাও।

চয়নিকা- (হঠাৎ কান্না থামিয়ে) বলো । থামছো কেন ? বলো। তোমার রোমান্টিক নায়িকার

কথা । দাও তো মোবাইলটা ... আগে দেখি ।

রুদ্র- ওহ ছাড়ো ছাড়ো । মোবাইল ফোন টানছো কেন ?

চয়নিকা- ছাড়ো ছাড়ো বলছি। শুধু দেখেই দিয়ে দেবো। কোন প্রোফাইলে আছে দেখাও । ফেসবুক আইডি দাও। না হয় ইন্সটা তে দেখাও। দেখাও বলছি।

রুদ্র- এতো পাগলামি করলে কিছুই বলবো না । একটু শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যদি বসো তাহলেই বলবো।

চয়নিকা- ok ok , বসলাম । এই নাও তোমার লক্ষী মেয়ে।

রুদ্র- চোখ বন্ধ করো।

চয়নিকা- চোখ বন্ধ করবো ? রেখে আবার পালিয়ে যাবে নাকি !

রুদ্র- ওহো এত কথা কেন ?

চয়নিকা- ঠিক আছে - ঠিক আছে। চোখ বন্ধ করলাম।

[ছবি তোলার ক্লিক করার শব্দ]

রুদ্র- এই এ—-ই , এই নাও চোখ খোলো।

চয়নিকা- কী ? এ–এ –এতো আমার ছবি।

রুদ্র- চোখ বন্ধ করলে তোমায় সে–ই রোমান্টিক লাগে | দেখো। আমি এই রোমান্টিক মেয়েটাকেই মিস করছি।

চয়নিকা- ইস্ । আমি বুঝি এত রোমান্টিক ? তুমি – তুমি বেশি রোমান্টিক। আচ্ছা একটা কথা ।

রুদ্র- কী ?

চয়নিকা- আচ্ছা আমি তো প্রত্যক্ষ তোমার সামনেই আছি। তাহলে মিস করার মানে টা কী ? (রেগে) এই ঠিক করে বলো তো ? আমাকেমস করছো মানে ?

রুদ্র- বুঝলে না ?

চয়নিকা- না ।

রুদ্র- তুমি দারুন রোমান্টিক মেয়ে ছিলে। কবিতা পাগল। চুপটি করে নতুন নতুন কবিতা শুনতে। আর দুজনে আলোচনা করতাম। আএ এখন ?

চয়নিকা- এখন ? কী এখন বলো ?

রুদ্র- দিনে দিনে ঝগড়ুটে গিন্নি হয়ে উঠছো। কেন এমনতা করো বলো তো ? আমাদের সংলাপ এখন আর রোমান্টিক নেই। হয়ে যাচ্ছে সংসারের কূট কচাল।

চয়নিকা- আমি ঝগড়ুটে মেয়ে ? ... (মারতে থাকে) আমি আমি ঝগড়ুটে...

রুদ্র- উফ লাগছে লাগছে ।

চয়নিকা- আমি ঝগড়ুটে না ? দেখাচ্ছি মজা। দাঁড়াও দেখাই......।

রুদ্র- Stop, Stop .

(চার সেকেণ্ড চুপচাপ/ Sad মিউজিক বাজবে)

চয়নিকা- Sorry

রুদ্র- কী Sorry ? বলো ?

চয়নিকা- (নিচু স্বরে) আমি খুব বেশি কথা বলি তাই না রুদ্র ?

রুদ্র- খুব বেশি না । তবে অল্প বেশি তো বটেই।

চয়নিকা- আমি আগে রোমান্টিক ছিলাম । আর এখন আন-রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছি তাইতো ?

রুদ্র- হ্যাঁ – মানে (আমতা আমতা করে) না - নানা । ঠিকই আছো ।

(তিন সেকেণ্ড নীরব)

রুদ্র- তুমি রাগ করলে ? কথা বলো । হঠাৎ আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল । ঝড়ের পূর্বাভাস। তুমি না .... তুমি হঠাৎ চুপসে গেলে আর বেশি খারাপ লাগে । খারাপ মানে বেশি ভয় হয় আমার । কী হল তোমার চয়নিকা ? বলো চয়না ? (শান্ত স্বরে) চয়নিকা – চয়না ?

চয়নিকা- (আবৃত্তি করে)

এ পার থেকে তুমি ডাকলে কাছে
ও পার থেকে আমার উথাল পাথাল
সকাল থেকে মেঘলা মুখর আকাশ
মন মাঝিটার নৌকা বেসামাল।

রুদ্র- চয়নিকা–

চয়নিকা- হারিয়ে গেছি হারিয়ে যেতে দাও
শুকনো বালির পদচিহ্ন বাঁচি
পাশ ফেরালেই হাতটি ধরে নিও
বলবে তুমি- এই তো আমি আছি।

রুদ্র- wow . How romantic ! বলো।

চয়নিকা- (কান্না কান্না গলায়)

যখন আমি সরতে থাকবো দূরে
আকাশ-নীলের অভিমানে ছুটে
ভালোবাসবো সকল ভেঙ্গে-চুরে
হৃৎপাথরে মরব মাথা কুটে।

রুদ্র- এ কি অভিমান । বলো ?

চয়নিকা- অনেকটা পথ পেরিয়ে চলে গেছি
ফিরে চাইবো ফেরার সময় কই
বললে না তো - এই তো আমি আছি ?
গাছে উঠবার তুমিই ছিলে মই।

রুদ্র- আমি আছি চয়নিকা । এই তো আমি আছি।

চয়নিকা- এবার যদি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি
দেখি যদি তোমার হাতটি পাশে
নীরস বালির মাঝেই ভালোবাসা
মরুদ্যানের মতোই বেঁচে আছে ।

(কান্না | উঠে চলে যায়)

রুদ্র- চয়নিকা কাঁদছো কেন ? চয়নিকা যেও না । প্লিজ। শোনো। তুমিই আমার সেই রোমান্টিক মেয়েটি। সেই প্রথম দিনের মতোই আছো । চয়নিকা তুমিই সেই রোমান্টিক মেয়ে। শোনো চয়নিকা — চয়না —আমার সু-চয়না দাঁড়াও ।(ডাকতে থাকে)।

(রোমান্টিক মিউজিক)

…………………………...

www.kishoremajumder.com